ভোরের কাগজ

MAY 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৩ ....

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ বেসরকারিকরণের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক

শামীমা বিনতে রহমান : মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের পুরো বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিকরণের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক। আগামী ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সম্পূর্ণ বেসরকারিখাতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশ করারও প্রস্তাবনা রয়েছে বিশ্বব্যাংকের। শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে বলে ব্যাংকের বাংলাদেশ কার্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়।

সূত্র জানায়, গত ১৮ এপ্রিল এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের প্রাইভেটাইজেশন এক্সপার্ট মি. কোহেলের সঙ্গে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'র বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী মতবিনিময় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বব্যাংকের সম্ভাব্য প্রস্তাবনা নিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ফ ম এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, বিশ্বব্যাংকে এ ধরনের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে করতে যাচ্ছে বলে শুনেছি, তবে এখনো এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা বরাবরই প্রাইভেটাইজেশনের পক্ষে। কিন্তু এ মুহূর্তে এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করার মতো অবকাঠামো নেই আমাদের মুদ্রণ শিল্পের।

বর্তমানে দেশের মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বই ছাপানোর প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বইয়ে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, একটি বিষয়ে কয়টি বই হবে তা নির্ধারণ করে এবং লেখক স্বত্বও কিনে নেয়। বইয়ের কাগজ জোগান দেওয়া থেকে শুরু করে পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের কাজও করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ বেসরকারিকরণের

● প্রথম পাতার পর

এরপর দরপত্রের ভিত্তিতে ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে। বিশ্বব্যাংকের বেসরকারিকরণের প্রস্তাবটি গৃহীত হলে এগুলোর কোনো কিছুই পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। সেক্ষেত্রে বোর্ড শুধু কোন কোন বইয়ে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এটিই নির্ধারণ করতে পারবে। এর ফলে একই বিষয়ের পাঠ্য বইয়ের দুই/তিনটি বই বের হবে। এখন যেমন একই বিষয়ের কেবল একটিই বই এটা থাকবে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করবেন পুরোপুরি প্রকাশকরা।

এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে যোগাযোগ করা হলে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, এর ফলে বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বই ছাপানোতে যে ১০ শতাংশ রয়্যালটি পাচ্ছে, সেটা থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যদিকে, পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নের কথা বলা হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবসার কারণে পাঠ্যপুস্তকের মানও হয়ে পড়বে নিম্নগামী এবং নিয়ন্ত্রণবিহীন।

বিশ্বব্যাংকের সম্ভাব্য প্রস্তাবনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশনা শিল্পে কি হতে পারে জানতে চাইলে চলতি শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ করা কয়েকজন প্রকাশক জানান, বিশ্বব্যাংকের এই প্রস্তাবনা প্রকাশকদের জন্য আপাতদৃষ্টে ভালো মনে হলেও যেহেতু মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কোনো জাতীয় নীতিমালা নেই, সে ক্ষেত্রে শুধু ব্যবসার উদ্দেশে প্রচুর অযোগ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং প্রকৃত প্রকাশনা শিল্পগুলো হুমকির মুখে পড়বে। এ ছাড়া নকল বই প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না—এখন যেমন, সহপাঠ বইগুলো নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাজারে ছড়িয়ে আছে-সেরকম হবে।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রাব্বানী জব্বার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমাদের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো এ জন্য এই মুহূর্তে প্রস্তুত নয়। প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল ও বিশেষজ্ঞ নেই। এ ধরনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের আগে প্রকাশকদের বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন।